তারিখ 27 SEP 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম 2

দৈনিক
জনকণ্ঠ

ঢাবি বুয়েটসহ অনেক প্রতিষ্ঠানের নাম এসেছে তদন্তে

★ভয়াবহ বিস্তার ঘটছে ★জড়িত শিক্ষকরাও
★তদন্ত রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের

বিভাষ বাড়ৈ ॥ *এক শ্রেণীর উগ্রবাদী ছাত্র-শিক্ষকের মাধ্যমে জঙ্গীবাদের ভয়াবহ বিস্তার ঘটছে দেশের ২১ স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে! যেখানে জঙ্গীবাদী ও ছাত্র-শিক্ষকরা টার্গেট করে ছাত্রদের বিভিন্ন ধরনের জঙ্গীবাদী ওয়েবসাইট, ভিডিও ফুটেজ, জিহাদী বই, জিহাদী বক্তব্য সংবলিত অডিওর মাধ্যমে সরাসরি জঙ্গী কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করছে। 'জঙ্গী মতাদর্শে র‍্যাডিক্যালাইজেশন ঘটছে'-এমন উদ্বেগজনক মতামত তুলে ধরে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দফতরে পাঠানো প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এক গোপন প্রতিবেদনে চলে এসেছে ২১ অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম। যে তালিকায় আছে ঢা... বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট থেকে শুরু করে অনেক না... দামী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও কলেজ। আছে জামায়াতের সরাসরি পরিচালিত মসজিদ ও ... কাছে ...*

২১ শিক্ষালয়ে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। অবিলম্বে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের ওপর নজরদারি বৃদ্ধিসহ কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনের একটি কপি দৈনিক জনকণ্ঠের হাতে এসেছে, যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'জঙ্গী মতাদর্শে র‍্যাডিক্যালাইজেশন ঘটছে ঢাকা মহানগরীর এমন কতিপয় মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা ও সুপারিশ'। প্রতিবেদন পাওয়ার পর ইতোমধ্যেই নড়েচড়ে বসেছে সরকারের বিভিন্ন দফতর, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সংশ্লিষ্টরা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যেই তার অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তাকে প্রতিবেদন অনুসারে কার্যক্রম পদক্ষেপ নিতে চিঠি পাঠিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ প্রতিবেদনের বিষয়ে জনকণ্ঠকে বলেছেন, আমরা ইতোমধ্যেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষকসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষকে নিয়ে জঙ্গীবিরোধী সমাবেশ, আলোচনাসহ নানা কর্মসূচী করে চলেছি। বিভাগীয় শহরে সমাবেশ করছি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কঠোর নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে যাতে সকলে উগ্রবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমরা এমনিতেই জঙ্গীবিরোধী নানা কাজ করছি। তার পরেও প্রতিবেদনে যাদের নাম এসেছে সেখানে বিশেষভাবে পদক্ষেপ নেয়া হবে। এর বাইরেও কাজ করা হবে। কারণ এর বাইরেও বহু প্রতিষ্ঠানে উগ্রবাদী কর্মকাণ্ড হচ্ছে। তবে সরকারের কঠোর অবস্থান ও জনগণের ঐক্যবদ্ধ অবস্থানের কারণে আমরা দেশকে উগ্র জঙ্গীমুক্ত করার পথেই আছি।

প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় থেকে পাঠানো গোপন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'বিভিন্ন উগ্র ধর্মীয় জঙ্গী সংগঠন কর্তৃক ইতোপূর্বে সংঘটিত নাশকতার ঘটনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত, মাদ্রাসা পড়ুয়া যুবকদের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। তবে সম্প্রতি কয়েকটি জঙ্গী তৎপরতায় নামী-দামী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করা উচ্চবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত যুবকদের অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক শ্রেণীর উগ্রবাদী ছাত্র-শিক্ষকগণ টার্গেট করে ছাত্রদের বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট, ভিডিও ফুটেজ, জিহাদী বই, জিহাদী বক্তব্য সংবলিত অডিও এর মাধ্যমে জঙ্গী কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করছে বলে গোপন সূত্রে জানা গেছে।' প্রতিবেদনে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকা তুলে ধরে বলা হয়েছে, 'যেসকল মসজিদ, মাদ্রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যুবক/ছাত্রছাত্রীদের মাঝে জঙ্গী র‍্যাডিক্যালাইজেশনের তথ্য পাওয়া গেছে এমন কয়েকটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে- নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। আছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (কমার্স ফ্যাকাল্টি), আগা খান স্কুল (উত্তরা), স্কলাস্টিকা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, লেকহেড গ্রামার স্কুল (ধানমন্ডি, বনানী ও মোহাম্মদপুর), তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা (মীর হাজিরবাগ, যাত্রাবাড়ী), মসজিদুল মোমেন জামে মসজিদ (মিরপুর-১০)।

তালিকায় আরও আছে- দারুল উলুম রহমানিয়া মাদ্রাসা (নিউমার্কেট), আল আমিন মসজিদ (মোহাম্মদপুর), আহলে হাদিস মসজিদ (কামারপাড়া, আব্দুল্লাহপুর), জামিয়া নূরিয়া মাদ্রাসা (ডেমরা), লালবাগ জামিয়া কোরানিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসা, বসুন্ধরা মসজিদ-মাদ্রাসা (বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা), ঢাকা, মারকাজুল উলুম আল ইসলামিয়া মাদ্রাসা-মসজিদ কমপ্লেক্স (বসিলা রোড, মোহাম্মদপুর), কামরাঙ্গীরচর মাদ্রাসা, জামেয়া মোহাম্মাদিয়া মাদ্রাসা (সাড়ে এগারো, মিরপুর) এবং তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা (টঙ্গী)।

প্রতিবেদনে পাঁচ দফা সুপারিশও করা হয়। সুপারিশ করে বলা হয়, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা ও মসজিদে নিরীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকদের জঙ্গীবিরোধী আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সকলকে সচেতন করা। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র-ছাত্রী যৌক্তিক কারণ ছাড়া ১৫ দিনের বেশি অনুপস্থিত থাকলে তাদের সম্পর্কে নিকটবর্তী থানা ও গোয়েন্দা সংস্থার নিকট নিয়মিত রিপোর্ট প্রদানের ব্যবস্থা করা। উঠতি বয়সী যুবক নিখোঁজ সংক্রান্তে থানায় জিডি হলে তা অনুসন্ধানপূর্বক নিখোঁজের ছবি, মোবাইল নম্বর ও প্রয়োজনীয় তথ্যসহ গোয়েন্দা সংস্থাকে অবহিত করা এবং ভাড়াটিয়াদের বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়ে নিশ্চিত হয়ে ভাড়া প্রদানে বাড়ির মালিকদের সতর্ক করা।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সরকারী বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্স ফ্যাকাল্টিতে জঙ্গীবাদীদের কর্মকাণ্ড নিয়ে অভিযোগ সামনে এসেছে বহুবার। নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠন হিযবুত তাহরীরের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ ছাত্রকে প্রায় এক বছর আগে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বহিষ্কৃত ছাত্রদের সঙ্গে ছিল কমার্স ফ্যাকাল্টির জঙ্গীবাদীদের সম্পর্ক। একই অনুষদের শিক্ষক মহিউদ্দিন ও গোলাম মাওলা সংগঠনটির শীর্ষ পর্যায়ের নেতা। হিযবুত তাহরীর প্রধান সমন্বয়ক এই মহিউদ্দীন আহমেদ ২০১০ সালে গ্রেফতার হন। পরে জামিনে ছাড়া পেয়ে তিনি আত্মগোপনে চলে যান বলে পুলিশের দাবি। তবে মহিউদ্দীন আহমেদ জামিনে মুক্ত হলেও বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট তাকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠায়। বর্তমানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়মিত বেতনও পাচ্ছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০০৯ সালের ২২ অক্টোবর সরকার হিযবুত তাহরীর নিষিদ্ধ ঘোষণার পর থেকে মহিউদ্দীনকে আর কর্মস্থলে দেখা যায়নি। তিনি বর্তমানে কোথায় আছেন তাও জানেন না ও বিভাগের কেউই। হিযবুত তাহরীর জন্য এক নেতা ও উপদেষ্টা ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. গোলাম মাওলাকে ২০১০ সালের ৮ জুলাই গোয়েন্দা পুলিশ এলিফ্যান্ট রোড থেকে গ্রেফতার করে। পরে তাকে কারাগারে পাঠানো হলেও তিনি এখন জামিনে রয়েছেন। জামিনে মুক্তির পর থেকে তিনি তার নিজ কর্মস্থলে কর্মরত রয়েছেন বলেও জানা গেছে। তবে তার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

এদিকে জঙ্গীবাদী কর্মকাণ্ডের দায়ে আটক হলেও এখন জামিনে থাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ ছাত্রের মধ্যে নুরে আলম মোঃ শিহাব উদ্দিন ও সাঈদী হাসান সজীব দুজনেই ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ছাত্র। নাকিব ফারহান, আলমগীর হোসেন এবং তারিকুল ইসলাম এ্যাকাউন্টিং এ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের বিভিন্ন বর্ষে ছাত্র ছিলেন।

এদিকে বিভিন্ন সময় বহিষ্কার হওয়া উগ্রবাদী এসব ছাত্রের বিষয়ে খোঁজ নিতে গেলেও তাদের সঠিক হদিস মেলেনি। তারা এখন আসলে কোথায়? তারা কি করে? এসব বিষয়ে তাদের পরিবারও কোন বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য দিচ্ছেন না বা দিতে পারছেন না। ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ছাত্র নুরে আলম মোঃ শিহাব উদ্দিনের স্থায়ী ঠিকানা জামালপুরে। শিহাবের বাবা তোজাম্মেল হোসেন জানান, বর্তমানে শিহাব তার বড় বোনের বাসা ঢাকার হাজারীবাগে থাকেন। তিনি এখন অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স শ্রেণীতে পড়ছেন। কিন্তু কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন জানতে চাইলে তিনি তা জানেন না বলে জানিয়েছেন শিহাবের বাবা।

শিহাবের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তোজাম্মেল হোসেন তার মেয়ে শিল্পীর ফোন নম্বর দেন। কিন্তু ওই মোবাইল ফোনে কল করা হলে নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যায়। এদিকে শিহাবের বাবা তার মেয়ে শিল্পীর বাড়ির ঠিকানাও দিতে পারেননি। শিহাবের ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর নেই জানিয়ে বাবা তোজাম্মেল হোসেন আরও জানান, মোবাইলে ছেলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ না হলেও মেয়ের মোবাইলের মাধ্যমে শিহাবের সঙ্গে কথা বলেন।

ম্যানেজমেন্ট বিভাগের আরেক ছাত্র সাঈদ- হাসান সজীবের স্থায়ী ঠিকানা টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলায়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তারা ওই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছেন। কিন্তু কোথায় গিয়েছেন সেটাও কেউ জানেন না। প্রতিবেশীরা বলেছেন, তারা অনেকদিন ধরেই গ্রামে আসেন না। শুধু ঈদের সময় সজীবের বাবা আসত। এখন তাও আসা বন্ধ করে দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সজীবের কোন সমস্যা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে পার্শ্ববর্তী এক চা-মুদি দোকানি বলেন, কিছুদিন আগে শুনেছিলাম হিজবুত তাহরীর সংগঠনের সঙ্গে কাজ করে বলে পুলিশ ধরেছিল। সজীবের চাচাত ভাই বাদল বলেন, সজীবদের পরিবারের সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ নেই। তারা এখন কোথায় থাকেন তাও জানেন না। সজীব কোন একটি নিষিদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিল বলে তিনি শুনেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাকাউন্টিং এ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন নাকিব ফারহান। স্থায়ী বহিষ্কার হওয়ার পর তাকে আর হলে দেখা যায়নি বলে জানায় সূর্য সেন হল কর্তৃপক্ষ। নাকিবের স্থায়ী ঠিকানা চট্টগ্রামের ঘাট ফরহাদবেগের কাজেম আলী রোডের গুলিস্তান হাইটস। স্থানীয়দের কাছে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত প্রায় ৬ মাস আগে তারা কোন এক অজানা কারণে ওই বাড়ি থেকে চলে গেছেন। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, নাকিবের পরিবার মূলত পাকিস্তানী। ওই ভবনের যারা থাকেন তারা সবাই পাকিস্তানী বলে জানা গেছে। এ্যাকাউন্টিং এ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের বহিষ্কৃত ছাত্র তারিকুল ইসলামের বাড়ি রাজধানীর খিলগাঁও। খোঁজ নিতে গিয়েও তাদের কাউকে সেখানে পাওয়া যায়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান বলেছেন, কোন ফ্যাকাল্টিতে যদি কোন শিক্ষক বা কেউ জঙ্গীবাদী কর্মকাণ্ড করে বলে প্রমাণ মেলে তবে অবশ্যই কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। সরকারের প্রতিবেদনে যদি কোন তথ্য আসে সেভাবে আমরা দ্রুত পদক্ষেপ নেব। কোনভাবেই জঙ্গীবাদী কর্মকাণ্ডকে গ্রাহ্য করা হবে না। এখানে নমনীয়তার কোন সুযোগ নেই।

জামায়াত-হিযবুত তাহরীরসহ জঙ্গীবাদীদের কর্মকাণ্ডের কারণে সরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে বুয়েট। এখানে অবস্থা এমন যে, সরকারের একটি গোয়েন্দা সংস্থার তদন্ত প্রতিবেদনেই বেরিয়ে আসে- প্রতিষ্ঠানটির মাত্র ২২ ভাগ শিক্ষক বর্তমান প্রগতিশীল মতাদর্শের অনুসারী। ৭০ ভাগ শিক্ষকই বিএনপি-জামায়াত ও হিযবুত তাহরীরের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। বাকি ৮ ভাগ শিক্ষক মোটামুটি নিরপেক্ষ। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা হতাশা প্রকাশ করে বলছিলেন, বুয়েট প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জামায়াতীকরণের কারণেই বুয়েটের এ দুরবস্থা। বুয়েট জামায়াত-শিবিরের তোষণ এবং লালন-পালনের আখড়া হিসেবে পরিচিত- এটা তাদের ব্যথিত করে। এ বিষয়ে সরকারের সকল সংস্থার বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন বলে দাবি প্রগতিশীল শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের।

বুয়েটে জামায়াত-শিবির ও নিষিদ্ধ

P.T.O